গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

১। প্রকল্পের নাম : মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ

২। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প

৩। অর্থায়ন : জিওবি

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে

৬। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
ঢাকা, খুলনা	ফরিদপুর, মাগুরা	মধুখালী, কামারখালী

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূল অনুমোদিত	:	১২০২৪৯.৩৫	১২০২৪৯.৩৫	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	:	১২০২৪৯.৩৫	১২০২৪৯.৩৫	-

৮। **বাস্তবায়নকালঃ**

মূল অনুমোদিত	:	০১-০৫-২০১৮ থেকে ৩০-০৪-২০২২
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	:	০১-০৫-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২৪

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

১৮৬২ সালে দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিঃমিঃ ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮৭০ সালে গড়াই সেতু র্নিমাণের মধ্যে দিয়ে ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারী তা গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত সম্প্রারিত হয়। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের বাঁশ, বেত, পাট বহনের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৩২ সালের ১ জানুয়ারী কালুখালি থেকে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করা হয় এবং একই সময়ে আরও একটি শাখা লাইন মধুখালি থেকে কামারখালি ঘাট পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়। এ সময় লাইনটি এলাকার জনগণের নিকট 'Life cord' হিসাবে চিহ্নিত ছিল। প্রায় ১০০ বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এই রেলপথ দ্বারা এলাকাবাসী উপকৃত হতেন । কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এই শাখা লাইনটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেই লক্ষ্যে মাগুরা জেলাকে নতুন করে রেলসংযোগের আওতায় আনার মধ্যে দিয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপদকে রেল সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। মাগুরা জেলাকে বাস্তবায়নাধীন পদ্মাসেতুর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দেশের অভ্যান্তরীণ যোগাযোগের উন্নয়ন সাধনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে 'দেশের প্রতিটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে' মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাগুরা জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অবঃ) এ টি এম আব্দুল ওয়াহাব গণমানুষের যাতায়াত সুবিধা হবে এবং অন্যদিকে মালামাল পরিবহনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বিবেচনায় মাগুরা জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করণের আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। এ লক্ষ্যে "মধুখালি হতে কামারখালি হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- মাগুড়া জেলাকে বিদ্যমান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের (১৯.০০ কি.মি. মেইন লাইন এবং ৪.৯০ কি.মি. লুপ লাইন) সাথে সংযুক্তকরণ;
- রেলপথের মাধ্যমে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতকরণ;
- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সাথে রেল সংযোগ স্থাপন।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ১৯.৯০ কিঃ মিঃ মেইন লাইন নির্মাণ।
- কামারখালী ও মাগুরা স্টেশন ইয়ার্ডে ৪.৯ কিঃ মিঃ লুপ লাইন নির্মাণ।
- ২ টি নতুন স্টেশন নির্মাণ (কামারখালী ও মাগুরা)।
- ১টি আন্ডারপাস (স্প্যান ২ × ৩০মিঃ) নির্মাণ
- ২ টি মেজর সেতু [চন্দনা সেতু = ৯০ মিঃ (৩ × ৩০), গড়াই সেতু = ৫৪৯ মিঃ (৬ × ৯১.৫)] এবং ১৬৮০ মিঃ ভায়াডাক্ট নির্মাণ।
- ২৭টি মাইনর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ।
- সিগন্যালিং কাজ এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজ।

১২। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১২.৩ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output অর্জন পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১২.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের বেশী (time over run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (cost over run) এর কারণগুলি (যদি থাকে) বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। বিশেষত দরপত্র ব্যবস্থাপনায় পিপিআর-২০০৮ এ নির্ধারিত সময়ের বেশী ব্যয় হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা;

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৯ প্রকল্পের (প্রোযজ্য ক্ষেত্রে) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা এবং পর্যালোচনা;

১২.১০ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১১ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১২ প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১২.১৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১২.১৪ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১২.১৬ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতার বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১৭ সমীক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন Professional Proof Reader কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ প্রতিবেদন করতে হবে;

১২.১৮ নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD, KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১২.১৯ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রি অগ্রাধিকার।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা রেলওয়ের নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)	বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(গ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যাল ও টেলিকম)	বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল/কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়। স্নাতকোত্তর অগ্রাধিকার।	• রেলওয়ের কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা/ পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।	• নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা;

নোট:

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টীম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টীম লিডার এ কাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক টীমের প্রতি সদস্যের সাথে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল কমিটির সভা ১২ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১০০ কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৫। **আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
উপপরিচালক (উপসচিব)